দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 OCT 2002 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এক বছরের শিক্ষাঙ্গন ও ছাত্ররাজনীতি

সংঘাত-সংঘর্ষে ঢাবি ও বুয়েট বন্ধের ঘটনা সরকারের জন্য বিপর্যয়

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ বর্তমান চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে গত এক বছরে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গন খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না। উত্তেজনা সংঘাত-সংঘর্ষে দীর্ঘদিন পর দেশের শ্রেষ্ঠ দুটি বিদ্যাপীঠ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ছিল। শিক্ষাঙ্গনে গোলযোগ এদেশে নতুন নয়। দেশের কলেজগুলো থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত সন্ত্রাস চলে আসছে অব্যাহতভাবে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ছাত্রী নির্যাতন এবং এ নিয়ে সংঘটিত পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে। এ ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত একজন ভিসিকে মাত্র ৩৭ দিনের মাথায় পদত্যাগ করতে হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর পর অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রী সনি হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং গুটিকয়েক ছাত্রের আন্দোলনকে ঘিরে দু'দফায় দুই মাস ২০ দিন বন্ধ থাকে বুয়েট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ঘটনার পর বুয়েট পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারায় মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয় সরকারের ভাবমূর্তি। দেশের সর্বোচ্চ দুটি বিদ্যাপীঠে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে যথাযথ প্রদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। দেশের দুটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের ঘটনা ছিল সরকারের জন্য বড় ধরনের বিপর্যয়। এ ছাড়া জোট সরকারের গত এক বছরে দেশের আরও কয়েকটি উচ্চ শিক্ষাঙ্গন ছিল অশান্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েটের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। একের পর এক ঘটনার ধারাবাহিকতায় অনেকে মনে করছেন জোট সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল গোটা শিক্ষাঙ্গনকে জড়িয়ে একটি অরাজক পরিবেশ তৈরী করে তাদের রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে নীলনকশা হাতে নিয়েছে। তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার এবং পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা বন্ধ করার ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে দেশের সর্বোচ্চ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর পাশাপাশি গোটা বছর জুড়েই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না করা ছিল অন্যতম আলোচনার বিষয়। ছাত্ররাজনীতি থাকা উচিৎ কি উচিৎ না এ নিয়েও ছিল তুমুল বিতর্ক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনা ছিল চলতি বছরের সর্বাপেক্ষা আলোচিত ঘটনা। বিগত সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট সুলতানা শফির মেয়াদপূর্তির আগেই হলে আর্থিক অনিয়মসহ নানা অভিযোগে তার পদত্যাগ দাবী করে আবাসিক শিক্ষক এবং ছাত্রীরা। এ অবস্থায় ২৩ জুলাই ছাত্রদল নেত্রীরা তার অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। সুলতানা শফি তখন ছাত্রলীগের কর্মীসহ কিছু সাধারণ ছাত্রীকে ছাত্রদলের নেত্রীদের বিরুদ্ধে উস্কে দেন। রাত থেকে ছাত্রদল নেত্রীরা হলে অবরুদ্ধ হয়। তারা ছাত্রদল নেত্রীদের অবৈধ বহিরাগত বলে হল থেকে বিতাড়িত করার দাবী জানায়। এ অবস্থায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে সুলতানা শফি ভিসির কাছে পুলিশ পাঠাতে বলেন। সে সময় ৪ জন সহকারী প্রক্টরসহ পুলিশ হলের সামনে আসে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে হলের ভেতর থেকে এক ছাত্রীর আর্তচিৎকার শুনে পুলিশ গেট ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। রাত আনুমানিক তিনটার দিকে পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্রীদের ওপর অ্যাকশনে নামে। পুলিশ ছাত্রীদের নানা ধরনের কটূক্তিসহ নির্যাতন করে বলে অভিযোগ করে ছাত্রীরা। জান্নাতুল কানন নামে এক ছাত্রীর দায়ের করা মামলার সূত্র ধরে ১৫ জন ছাত্রীকে এবং পুলিশের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় অপর ৩ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে গ্রেফতারকৃত ১৮ ছাত্রীকে আবার ছেড়েও দেয়া হয়। ঐদিন রাতে ছাত্রীদের ওপর পুলিশের এ্যাকশন চলা অবস্থায়ই সুলতানা শফি হল ত্যাগ করে বাসার চলে যান। শামসুন্নাহার হলে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে এবং ভিসি প্রক্টরের পদত্যাগ দাবীতে টানা ৭ দিন ধরে ক্যাম্পাসে ছাত্র বিক্ষোভ চলে। ২৮ তারিখ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা শহীদ মিনারে অনশন শুরু করে। ২৯ জুলাই বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের হাতে একজন শিক্ষক ও কয়েকজন সাংবাদিকসহ শতাধিক ছাত্র আহত হয়। ব্যাপক পুলিশ বিডিআর মোতায়েন করে ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। এসবের জের ধরে ৩১ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এর আগেই প্রধানমন্ত্রী ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করেন। ভিসির পদত্যাগের পর ধীরে ধীরে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। ভিসির পদত্যাগের সাথে সাথে প্রক্টরও পদত্যাগে বাধ্য হন। এরপর দীর্ঘ দুই মাস ছয়দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে।

এদিকে সাবেকুন নাহার সনি নামে একজন মেধাবী ছাত্রীর হত্যাকাণ্ডের জের ধরে এবং বিভিন্ন দাবীতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের কতিপয় ছাত্রছাত্রীর আন্দোলনের মুখে দু'দফায় দুই মাস ২০ দিন বন্ধ ছিল দেশের অন্যতম খ্যাতনামা বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। গত ৮ জুন টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় কেমিক্যাল ৩য় বর্ষের ছাত্রী সনি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বুয়েট। এদিকে বুয়েটের হলগুলোতে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের বিভিন্ন কক্ষে হামলা চালায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা। ২০ জুলাই বুয়েট কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা ও ইউকসুর কার্যক্রম স্থগিত করে। সনি হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ছাত্রদল নেতা মুকিকে আজীবনের জন্য বহিষ্কারসহ বিভিন্ন ঘটনায় মোট ২২ জনকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হয়। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের সফলতার পথ ধরে বাম ছাত্র সংগঠনসমূহ নজর দেয় বুয়েটের দিকে। দু'মাস বন্ধ থেকে ১১ আগস্ট বুয়েট খোলার পরই সনি হত্যা ঘটনাকে পুঁজি করে বুয়েটকে পুনরায় অশান্ত করার চক্রান্তে মেতে উঠে তারা। বুয়েট ইস্যুকে কেন্দ্র করে বাম ৮টি ছাত্র সংগঠন মিলে গঠন করে প্রগতিশীল ছাত্র জোট। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এদের সুগভীর নীলনকশা আঁচ করতে পারেনি। এ সুযোগে সন্ত্রাসবিরোধী বুয়েট ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে ছাত্রলীগসহ বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে ধর্মঘটসহ নানা কর্মসূচী পালন করে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সাড়া না পাওয়ায় আমরণ অনশনের হঠকারী পথ ধরে আন্দোলনকারীরা। এর আগে সরকার বুয়েটের ভিসি প্রফেসর নূরউদ্দীন আহমেদকে অব্যাহতি দিয়ে প্রফেসর আলী মুর্তাজাকে নতুন ভিসি নিযুক্ত করে শুরুতেই তোপের মুখে ঠেলে দেয়। এদিকে আমরণ অনশনের প্রথম দিকেও ছাত্রছাত্রীরা সাড়া না দেয়ায় ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। ৮ সেপ্টেম্বর সকালে আন্দোলনকারীরা ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে সাধারণ ছাত্রদের উত্তেজিত করার জন্য কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে মাইকে মিথ্যা প্রচারণা চালায় যে, অনশনরত এক ছাত্র মারা গেছে এবং পুলিশের ছত্রছায়ায় মুকি এসে অনশনরত ছাত্রদের মারধর করেছে। এই মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ৭/৮শ' ছাত্রছাত্রী ভিসির কার্যালয়ের সামনে এসে অবস্থান নেয়। তারা ভিসির কার্যালয়ের চারদিকের গেটগুলো তালাবদ্ধ করে ভিসিসহ প্রায় ৫০ শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রাখে। এরপর তারা কিছু টেলিফোন লাইন কেটে দেয়। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও অনশনকারী ছাত্রদেরসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে ঐদিন দুপুর থেকে বুয়েট আবারো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এদিকে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এ্যাকশনে যায়। ছাত্রদলের একটি গ্রুপও অনশনস্থলে হামলা চালায়। পরে আন্দোলনকারীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে শহীদ মিনারের দিকে যেতে চাইলে পুলিশ দফায় দফায় টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে তাদেরকে নিবৃত্ত করে। বুয়েট বন্ধের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আন্দোলনকারী সন্ত্রাসবিরোধী বুয়েট ছাত্রঐক্য কোন ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তাদের অনশন ভঙ্গের ঘোষণা দেয়। অথচ তখনো তাদের কথিত দাবীগুলো পূরণ হয়নি। আন্দোলনকারীরা বার বার সুকৌশলে একথাই প্রচার করেছে যে, সনি হত্যার বিচার দাবীর জন্যই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষ বার বার সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, সনি হত্যার বিচার দাবীর জন্য কাউকেই শাস্তি দেয়া হয়নি। ক্যাম্পাসে সহিংসতার দায়ে যে ২৩ জনকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তাদের সবার শাস্তিই হয় স্থগিত অথবা অকার্যকর রয়েছে। যাদের শাস্তি দেয়া হয় তাদের ১৭ জনই ছাত্রদলের, ৫ জন ছাত্রফ্রন্টের, ১ জন ছাত্র ইউনিয়নের।

এদিকে বুয়েট ইস্যুতে গঠিত বাম ছাত্র সংগঠনসমূহের জোট 'প্রগতিশীল ছাত্র জোট' এ ইস্যু দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দিয়ে সেখানে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। গত ২৭ আগস্ট প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ডাকে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট সফল করতে প্রগতিশীল জোটের নেতাকর্মীরা রাবি ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয়। এ সময় বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে এক সংঘর্ষে উভয় পক্ষের প্রায় ২০ জন আহত হয়। এ সময় প্রতিপক্ষের হাতে বাম ছাত্রসংগঠনের ১০ জন ছাত্রী লাঞ্ছিত হয় বলে অভিযোগ করা হয়। এ নিয়ে কয়েকদিন উত্তপ্ত ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। শিক্ষকরাও এতে জড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরাজ করছিল উত্তেজনা। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মী ও ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে নিজ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। একদল অন্যদলের ওপর হামলা চালায়। গত ৩ নভেম্বর ছাত্রলীগ-শিবিরের সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ চার মাস বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে রাখে। এছাড়া গত ২৯ ডিসেম্বর রাতে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সিনিয়র সহসভাপতি আলী মুর্তুজা চৌধুরী সন্ত্রাসীদের গুলীতে নিহত হওয়ার জের ধরে ক্যাম্পাস ছিল অস্থির। চট্টগ্রাম বিআইটিকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার দাবীতে আন্দোলনের কারণে এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষের কারণে চলতি বছর বেশ কিছু দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ ছিল

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের কোন্দল তীব্র হয়। অতিসম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি এবং প্রশাসন পরিচালনায় পক্ষপাতের অভিযোগ এনে এবং অবিলম্বে ভিসি প্যানেল নির্বাচনের দাবীতে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসহযোগিতাসহ বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শিক্ষা কার্যক্রম এতে বিঘ্নিত হয়। শিক্ষক সমিতির এ ধরনের ভূমিকাকে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করার চক্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন। গত ১ ফেব্রুয়ারী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ কাউসার হুসাইনের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে সংঘটিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সবচে' বড় তাণ্ডবলীলা। প্রায় ২০ ঘণ্টাব্যাপী ছাত্র-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে ৩শ' গাড়ী ভাঙচুর, ২৫০ রাউন্ড গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে ব্যাপক আহত ও ৯ ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপক্ষে দেড় কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১৮ মে ছাত্র-পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। পুলিশ তিনশ' ছাত্রের নামে মামলা করে। কয়েক মাস আগে ছাত্রদলের চাঁদাবাজির কারণে বন্ধ হয়ে যায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ। গত ৫ নভেম্বর বাসে হাফ ভাড়াকে কেন্দ্র করে বাস শ্রমিক ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয় গাজীপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের (বিআইটি) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মেধাবী ছাত্র সৈয়দ গোলাম মোস্তফা। সংঘর্ষে আহত হয় অর্ধশতাধিক ছাত্র। কর্তৃপক্ষ বিআইটি বন্ধ ঘোষণা করেন। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল রাতে সন্ত্রাসীদের সাথে পুলিশের বন্দুকযুদ্ধের সময় ক্রসফায়ারে নিহত হয় তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কেমিক্যাল তৃতীয় বর্ষের ছাত্র শরীফুল ইসলাম। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের সাথে পুলিশের পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে পুলিশসহ ১৫ জন আহত হয়। কর্তৃপক্ষ ৭ দিনের জন্য ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করেন। আগস্ট মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বুয়েট যখন উত্তপ্ত ছিল তখন ইডেন কলেজকে অশান্ত করার চক্রান্তে মেতে উঠে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের নেতা-কর্মীরা সাধারণ ছাত্রীদের ব্যানারে বিভিন্ন দাবীতে আন্দোলনের নামে উত্তপ্ত করতে চায় ইডেন ক্যাম্পাসকে। কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপালের হস্তক্ষেপে পানি আর বেশীদূর গড়াতে পারেনি।

চারদলীয় জোট সরকারের বিগত এক বছরে ছাত্ররাজনীতি থাকবে কি থাকবে না– এ নিয়ে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। গত ১৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদ জিয়া ছাত্রদলের কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে ছাত্র সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন। এরপর গত ১ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে স্বাগত জানালেও অন্যান্য রাজনৈতিক মহলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এরপর গত ৮ জুন ছাত্রদলের দু'গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনির হত্যার পর ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। শিক্ষাঙ্গনে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদির মূলে অনেকেই ছাত্ররাজনীতি দায়ী মনে করে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হওয়া উচিত বলে বিশ্বাসী করেন। সনি নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পক্ষে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে ২০ জুলাই বুয়েটর একাডেমিক কাউন্সিল ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ছাত্র সংগঠনসমূহ এর বিরোধিতা করলেও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে প্রবল জনমত দেখা যায়। ঐ সময়ে একটি জাতীয় দৈনিকের পরিচালিত এক সংক্ষিপ্ত জরিপে দেখা যায়, পাঠকদের শতকরা ৮৯ ভাগ বুয়েটের মতো সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। এই প্রেক্ষাপটে সরকারদলীয় নেতৃবৃন্দ সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের সাথে ঐকমত্য হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা সংস্কার কমিটির রিপোর্টে শিক্ষা ও ছাত্ররাজনীতি বন্ধের জোর সুপারিশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও জাতীয় সংসদে আরেকদফা ছাত্ররাজনীতি বন্ধের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বিরোধিতা ছাড়া কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিষয়টি কেবলমাত্র আলোচনায়ই থেকে যায়। এদিকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার আগেই নিজেদের অঙ্গ-দলকে একতরফাভাবে বন্ধ করার বিষয়টি সরকারের কাছে অবশেষে ভুল বলে মনে হয়। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার বিষয়টিকে মাথায় রেখে ১৭ নভেম্বর ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের কার্যক্রম স্থগিত করার পর থেকে দীর্ঘ ১০ মাসে দলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অঙ্গ-সংগঠন ছাত্রদলের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি স্থগিতের ফলে সারাদেশেই ছাত্রদলের কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। নামেমাত্র ছাত্রদলের অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে এই ছাত্র সংগঠনটির কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ঘটনার সময় ছাত্রদলের অনুপস্থিতির বিষয়টি বিএনপি হাইকমান্ডের নজরে আসে। সরকার দলের ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করে অন্য দলের ছাত্ররাজনীতি বহাল রাখায় ক্যাম্পাসে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় আর এই সুযোগই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করে নেয়। পরিণামে অচল হয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট। ক্ষুণ্ণ হয় সরকারের ভাবমূর্তি। পরপর দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘটনাটিই সরকারের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটায়। ছাত্রদলকে তাই আবার গতিশীল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৯ সেপ্টেম্বর সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে আহবায়ক করে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদ এবং শফিউল বারী বাবুকে আহবায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি ঘোষণা করা হয়। পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠে সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন। বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের গত এক বছরের শাসনামলে দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের চিত্র সামনে রেখে পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, দেশে এবং বহির্বিশ্বে নির্বাচিত সরকারকে হেয়প্রতিপন্ন করতে একটি কুচক্রী মহল অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সামনের দিকে এগুচ্ছে। আর এই পরিকল্পনার অংশহিসেবেই তারা বেছে নিয়েছে দেশের মেধা লালনকারী সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। অনেকেরই ধারণা, এদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই বন্ধ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েটসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অস্থিরতা চলছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা সৃষ্টির আগেই যদি সরকার তার পেছনের কারণগুলো খুঁজে বের করে যথাযথ পদক্ষেপ না নেয় তাহলে সরকারের জন্যই তা অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়াতে পারে।